MAR. 28 2[illegible]

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ......

ভোরের কাগজ

সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক ভর্তি পরীক্ষা প্রসঙ্গে

বি গত ১৯ জানুয়ারি চট্টগ্রামের সরকারি উচ্চবিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব ভর্তি পরীক্ষায় যেসব প্রশ্নপত্র প্রদান করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট কোমলমতি ভর্তি পরীক্ষার্থীদের মেধার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এমনিতে চট্টগ্রামে ভালো মানের স্কুলের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। যে কয়টি হাতে গোনা ভালো সরকারি উচ্চবিদ্যালয় আছে তাতেও চলছে অরাজকতা। ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলো প্রণয়ন করার সময় উচিত ছিল, ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীরা যে শ্রেণী থেকে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েছে সেই শ্রেণীর বই থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি করা। কিন্তু এ বছর চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে যে ধরনের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে তা নিতান্তই হাস্যকর। যেমন পঞ্চম শ্রেণীর ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে 'ফুটপাথ' এবং বাংলায় 'যখন সন্ধ্যা নামে' নামক দুটি প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয়েছে। এ দুটি প্যারাগ্রাফ আমার মনে হয় দেশের সর্বোচ্চ পরীক্ষা বিসিএস কিংবা সরকারি চাকরিতে নিয়োগের পরীক্ষাগুলোতেই কেবল আসে। অথচ চতুর্থ শ্রেণী পড়ুয়া স্কুল ছাত্ররদের যদি এসব লিখতে বলা হয় তারা কিভাবে লিখবে?

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশ্ন করা হলে তারা জানান, অনেকেই তো লিখেছে। এক্ষেত্রে সন্দেহ করা কি অমূলক হবে যে, যারা তাদের কাছে বিশেষ ব্যবস্থায় ভর্তি কোচিং করে, একমাত্র তাদের ছাত্ররাই এসব কঠিন প্রশ্নের জবাবগুলো লিখতে পেরেছে। এখানেই কি শুভঙ্করের ফাঁকিটি নেই? ইংরেজি এবং অংকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে তাও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের কোথাও পড়ানো হয়নি। অনেকগুলো অংকই পঞ্চম শ্রেণীর বই থেকে করা। এক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের যেসব পড়া এখনো পড়ানো হয়নি সেসব থেকে শ্রেণী প্রশ্ন করার কি যুক্তি থাকতে পারে। জনশ্রুতি আছে, কোনো কোনো বিদ্যালয়ে এভাবে কড়া প্রশ্ন করে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হলেও পয়সার বিনিময়ে সারা বছরই ছাত্র ভর্তি করানো যায় অনায়াসেই। ডোনেশনের অংকটা একটু ফুলিয়ে ফাপিয়ে ধরিয়ে দিতে পারলে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই নাকি বছরের যেকোনো সময় ভর্তি করানো যায়। অথচ আমরা যারা কচি কচি ছেলেমেয়েরে যখন সন্ধ্যা নামে', 'একটি নিঝুম রাত' অথবা ইংরেজীতে 'ফুটপাথ' নামক প্যারাগ্রাফসহ ইংরেজি বাংলায় ৪০/৫০টা প্যারাগ্রাফ শিখিয়ে কিংবা অংকে তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর বাচ্চাদের সুদকষা, লাভক্ষতি, সমস্ত ভাঙাসহ বড়ো বড়ো সরল অংকগুলো জোর করে শেখাচ্ছি তখন বাচ্চার মগজের ওপর কেমন ধকল যাচ্ছে সুধীমহল তা অনুমান করলেও শিউরে উঠবেন। সবাই জানে, ভর্তি পরীক্ষার পর সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোতে পড়ুয়া শিক্ষীর্থদের পরবর্তী বছরের ভর্তি পরীক্ষায় এমন প্রশ্ন করা হলে তারাও সেখানে কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশেই থাকবে না। কেননা ভর্তির পর স্কুলগুলোতে তেমনভাবে পড়ানো হয় না যেভাবে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নগুলো প্রণয়ন করা হয়। এমতবস্থায় সারাদেশের ভালো স্কুলগুলোতে ভর্তি হওয়ার এমন অসম প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে। চট্টগ্রামের মুহসীন কলেজের সামনে সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে যেসব প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে তা কোনোক্রমেই চতুর্থ শ্রেণীর উপযুক্ত নয়। অথচ একইভাবে সরকারি মুসলিম হাইস্কুলে যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে তা মোটামুটি যুক্তিযুক্ত। তাই অভিভাবকদের মতে, সবগুলো সরকারি স্কুলে একই প্রশ্নপত্রে একইদিনে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ মিলবে। একেক স্কুলে একেক রকম প্রশ্নপত্র করা হলে ভর্তি পরীক্ষায় দুর্নীতির সুযোগ থাকে। দুর্নীতির মাধ্যমে যারা সুযোগ পায় তারাই কানাকানির মাধ্যমে তা ছড়িয়ে দেয়। তাই সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একান্ত অনুরোধ, আগামী ২০০১ সাল থেকে বৃত্তি পরীক্ষার মতো অভিন্ন প্রশ্নপত্র দিয়ে একই দিনে শহরের সবগুলো সরকারি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হোক। যে শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হবে সেই শ্রেণীর পড়া প্রশ্নে না রেখে যে শ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুসারে শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েছে শুধুমাত্র যেসব পড়া থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার জন্য আমি সুপারিশ করছি। নইলে অভিভাবকদের ইচ্ছায় কঠিন কঠিন সব পড়া কোমলমতি শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করতে গিয়ে বিকৃত মস্তিষ্কে পরিণত হবে। আর জাতি পাবে বিকৃত মস্তিষ্কের আগামী প্রজন্ম। তাই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল সচেতন মহলের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কাজল আচার্য
অলিম্পিক টাইপরাইটার্স
১২, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০।